অন্ধকার থেকে আলোতে

২

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

শারঈ সম্পাদকের বাণী ৭

লেখকের কথা ৯

তিনটি ঘটনা এবং একটি সত্যের সাক্ষ্য ১৫

নামাজ-রোজার কি আসলেই কোনো পার্থিব উপকারিতা আছে? ২০

কুরআন কি আসলেই প্রাচীন কবি ইমরুল কায়েসের
কবিতা থেকে নকল করে লেখা? ২৪

আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন? ২৮

সড়কে নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ মূলনীতি এবং "মুক্তির রাস্তা" ৩৫

কা'বা ও আল-আকসা নির্মাণের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে
হাদিসের তথ্য কতটুকু সঠিক? ৪২

নিঃসঙ্গ পথযাত্রী ৪৭

জিজিয়া কি আসলেই শোষণমূলক বিধান? ৫০

কুরআন কি সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাবার কথা বলে?
কুরআন কি পৃথিবীকে সমতল বলে? ৬১

হাদিসে গিরগিটি (ওয়াযাগ) হত্যার বিধান প্রসঙ্গে ৬৮

"কুরআন ও সুন্নাহ" নাকি "কুরআন ও আহলে বাইত"? ৭৭

কুরআনে কি আসলেই খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity)
নিয়ে ভুল তথ্য আছে? ৮২

আল্লাহ কী করে শেষরাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসতে পারেন,
যেখানে পৃথিবীর সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় শেষরাত থাকে? ৯৩

আল্লাহ : চন্দ্রদেবতা (Moon god) নাকি সারা জাহানের পালনকর্তা? ১০১

ইহুদিরা কি আসলেই উজাইর (Ezra)-কে
আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে? ১৪৬

মুসলিমদের দুরবস্থা এবং ইসলামের সত্যতা ১৫২

অবিচল আগন্তুক ১৬১

শারঈ সম্পাদকের বাণী

যখন আদম (আ.) পৃথিবীতে হকের দাওয়াত ও শিক্ষা নিয়ে অবতরণ করেছিলেন তখন ইবলিস শয়তানও বাতিলের দাওয়াত নিয়ে অবতরণ করেছিল। সুতরাং পৃথিবীতে পথ দুটি—হক ও বাতিল। তৃতীয় কোনো পথ নেই। এই হককে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করতে পৃথিবীতে যুগে যুগে নবী-রাসুল প্রেরিত হয়েছেন। অপর দিকে শয়তানের বাহিনী তার মেহনতকে ছড়িয়ে দিতে ও প্রতিষ্ঠা করতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের নবী ﷺ শেষ নবী। তাঁর পর আর কোনো নবী আসবে না। তাঁর উম্মতকে দ্বীনের কথা শুনে থাকলে তা অপরের কাছে প্রচার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর আলেমদের নবীদের উত্তরসূরি হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। তাই তো দেখা যায় যে নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তাঁর উম্মতের দরদি ও যোগ্য আলেমগণ দ্বীনের প্রচারের জন্য জীবনকে পর্যন্ত বিলিয়ে দিয়েছেন।

আজ আমরা 'আধুনিক যুগ' নামক এক সময়ে বাস করছি। যে যুগে বাতিলদের কাছে এক বড় সমস্যার নাম ইসলাম। তাদের অসৎ উদ্দেশ্যের পথে একমাত্র কাঁটা ইসলাম। তাই তারা ইসলাম ও মুসলিমদের মিটিয়ে দিতে কখনো বুলেট আবার কখনো ইসলামের নামে মিথ্যা প্রচার করে এর ব্যাপারে অমুসলিমদের ভীত আর মুসলিমদের সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলছে। অথচ না আজ তাদের বুলেটের পাল্টা জবাব দেবার হিম্মত আমাদের আছে আর না ইসলামের নামে মিথ্যা প্রচারাভিযান রুখে দিতে আমাদের কোনো চেষ্টা-মেহনত-শক্তি আছে। কিন্তু আল্লাহর ওয়াদা আল্লাহ এই দ্বীনকে শত্রুদের সকল কৌশল থেকে রক্ষা করবেন। তাই তো দেখি, যুগে যুগে আল্লাহর কিছু বান্দা যেমন বুলেটের আঘাতের পাল্টা জবাব দিতে দাঁড়িয়ে যায়, ঠিক আবার তাদের মিথ্যার পেছনে লুকিয়ে থাকা সত্যের আলোকে প্রচার করতে সকল প্রকার প্রচেষ্টা, শক্তি ও মেধা ব্যয় করে। সেই ধারাবাহিকতার একজন ভাই মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার। মুখে বক্তব্য দেওয়ার চেয়ে লেখালেখি করা অপেক্ষাকৃত কষ্টকর একটি কাজ। তার ওপরে যদি হয় গবেষণামূলক লেখালেখি, তাহলে তো

কথাই নেই। আমি তাঁর লেখাগুলো আন্তরিক গুরুত্ব ও সময় নিয়ে পড়েছি। লেখাগুলো পড়ার পর এই কথা আর না বলে পারছি না : হে ভাই, তোমার লেখা পড়তে গিয়ে তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। কেননা, তুমি ইসলামের সত্যকে প্রকাশের জন্য কতই না কষ্ট করেছ। কত সুন্দর করে মানুষকে সেই সত্যগুলো জানতে সুযোগ করে দিয়েছ যেসব বিষয়ের মাঝে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে, মুসলিমের সবচেয়ে দামি সম্পদ, ঈমানকে সন্দেহযুক্ত করে দিতে দেশি-বিদেশি শত্রুপক্ষ একজোট হয়ে মাঠে নেমেছে। এসব বিষয়ে সংশয়ের জবাবে এ উত্তরগুলোর তো বড়ই প্রয়োজন ছিল। আমাদের মধ্য হতে তুমি বহু ত্যাগ স্বীকার করে নিজের যোগ্যতাকে ব্যবহার করে এসব জবাব দিতে ব্রতী হয়েছ। বাতিলদের এমন-সব দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছ যে, ওরা যদি সত্যিকারের 'মুক্তমনা' হয়, তাহলে এই সত্যের আলো ওদের অন্তরে রেখাপাত করবেই করবে। অন্ধকারের গুহা ছেড়ে ওদের আসতেই হবে সে চিরন্তন আলোর দিকে। আর এর আগেই যদি অন্তর তালাবদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবু এই সূর্যের ন্যায় সত্যের সামনে কথা বলার আগে একবার অন্তত ভাবতে বাধ্য হবে। আর সরলপ্রাণ মুমিনরা হয়তো অন্ধকারের বাসিন্দাদের সেই মিথ্যাগুলো ধরে ফেলতে পারবে। আর কোনোদিন ইন শা আল্লাহ পা দেবে না ওদের ফাঁদে। হে প্রিয়, সত্যিই আল্লাহর জন্য তোমাকে ভালোবাসি। তাঁর কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করি। তিনি যেন তোমার এ মেহনতকে কবুল করেন।

এই বইয়ের প্রতিটি রেফারেন্স আমি যাচাই করে দেখেছি। যেখানে যেখানে সংশোধন জরুরি, আমি করে দিয়েছি। তবে বইটির উদ্দেশ্য যেহেতু বাংলার সাধারণ পাঠককুল, তাদের যাচাইয়ের সুবিধার্থে বাংলা ভাষার রেফারেন্সের দিকে অধিক লক্ষ রাখা হয়েছে।

মানুষকে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, কোনো বিষয়ে পুরোপুরি নির্ভুল হওয়া কারও পক্ষে সম্ভব নয়। একমাত্র নির্ভুল তো তিনি, যিনি সারা জাহানের স্রষ্টা। তাই কেউ কোনো ত্রুটি খুঁজে পেলে জানানোর অনুরোধ থাকল। ইন শা আল্লাহ অবশ্যই মূল্যায়ন করা হবে।

বিনীত
মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
খুলনা
ই-মেইল : romy570@protonmail.com

লেখকের কথা

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রভু মহান আল্লাহর, যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যাঁর কোনো শরীক নেই। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর মহান রাসুল মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর, যাঁকে আল্লাহ সত্য সহকারে প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে।

দুইটি বিন্দু। একটি বিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে হবে। এই বিন্দুটি থেকে অন্য বিন্দুতে যেতে সোজা পথ কিন্তু একটিই, তা হচ্ছে দুই বিন্দুর মধ্যকার সরলরেখা। ওই রেখাটি বাদে বিন্দু দুটিকে সংযোগকারী আর কোনো রেখাই পরিপূর্ণ সোজা নয়। একই ভাবে স্রষ্টার নিকট পোঁছানোর সরল ও সোজা পথ একটিই। অন্য সবগুলো পথই বক্র পথ। আর এই সরল পথই হচ্ছে ইসলাম।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম।... [১]

وَأَنَّ هَـٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾

অর্থ : আর নিশ্চয় এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোনো পথের অনুসরণ করবে না, তাহলে তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। আল্লাহ তোমাদের এই নির্দেশ দিচ্ছেন, যেন তোমরা সতর্ক হও।[২]

---

[১] *আল কুরআন*, আলি ইমরান, ৩ : ১৯

[২] *আল কুরআন*, আন'আম, ৬ : ১৫৩

এই সরল এবং সোজা পথ থেকে মানুষকে বক্র পথে নেবার জন্য আজ দিকে দিকে বিভিন্নভাবে কর্মপ্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন ওয়েবসাইট, ব্লগ, ইউটিউব চ্যানেল, ফেসবুক পোস্টে [৩] ইসলামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রচারণা চালানো হচ্ছে। যুক্তি, রেফারেন্স এসবের তুবড়ি বাজিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করবার যে মহাযজ্ঞ আজ চলছে, তা মনে হয় আগে কখনো এই পরিমাণে হয়নি। সেসবের বিরুদ্ধে ইসলামের সত্যতাকে তুলে ধরে আমার প্রথম প্রয়াস ছিল *অন্ধকার থেকে আলোতে*। বইটি ২০১৮ একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয়েছিল। এরই ধারাবাহিকতায় আমার দ্বিতীয় প্রয়াস *অন্ধকার থেকে আলোতে*-২। কুফরীর অন্ধকার থেকে ইসলামের আলোর দিকে আহ্বানের দ্বিতীয় প্রয়াস।

সংশয় নিরসন ও ইসলামের সত্যতার দিকটি তুলে ধরে বইটিতে মোট ১৭টি প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছি। আমি সব সময়েই বিশ্বাস করি, ইসলামের সত্যতার সঠিক রূপটি বুঝতে পেরেছিলেন সাহাবীরা, যারা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে শিক্ষা পেয়েছেন, তাঁর চরিত্রমাধুর্য ও অলৌকিকতা প্রত্যক্ষ করেছেন। কী দেখে ৭ম শতাব্দীর সেই অন্ধকার যুগে আরবের অবাধ্য ও উচ্ছৃঙ্খল মানুষগুলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হলো আর নিজেদের জীবনকে আপাদমস্তক বদলে ফেলল? আমি বিশ্বাস করি, আজও যদি আমরা ইসলামের সত্যতা খুঁজতে যাই, আমাদের চলে যেতে হবে ৭ম শতাব্দীর সেই দিনগুলোতে। যেখানে গেলে আমরা দেখতে পারব মুহাম্মাদ ﷺ নামের মানুষটার কোন দিকগুলো দেখে সেই মানুষগুলো আলোর সন্ধান পেয়েছিল। সেই চিন্তা থেকেই 'তিনটি ঘটনা এবং একটি সত্যের সাক্ষ্য', 'নিঃসঙ্গ পথযাত্রী' ও 'অবিচল আগন্তুক' প্রবন্ধগুলো লেখা। ইসলামের সত্যতা খুঁজতে গিয়ে অনেকে আবার ভুল পথ বেছে নেয়। বর্তমান যুগে ইসলামের মূলমন্ত্রটিই অনেক মুসলিম বুঝতে সক্ষম হয় না। তারা ইসলামের প্রতিটি বিধানের পার্থিব উপকারিতা বা বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতা খুঁজতে চায়। অথচ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ। ইসলামী বিধানগুলো পালনের মূল কারণ কী? মূল কারণ তো এটাই যে, আল্লাহ এগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর আত্মসমর্পণকারী বান্দা হিসাবে সেগুলো পালন করি। ইসলাম নিঃসন্দেহে মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয়ের জন্যই কল্যাণকর, কিন্তু প্রতিটি বিধান থেকে পার্থিব উপকারিতা খোঁজা অবশ্যই সঠিক মনোভাব নয়। আর এই দিকটির ভুল প্রয়োগ ঘটিয়ে অনেক মানুষকে সংশয়ে ফেলার অপচেষ্টা করা হচ্ছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে 'নামাজ-রোজার কি আসলেই কোনো পার্থিব উপকারিতা আছে?' প্রবন্ধটি।

---

[৩] তাদের বিজ্ঞাপন হবার আশঙ্কা না থাকলে লিংকসহ এদের কথা উল্লেখ করে দেওয়া যেত।

নাস্তিকতার যুক্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে 'Problem of Evil'।[৪] এর সাথে সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন হচ্ছে : আল্লাহ কেন শয়তানকে সৃষ্টি করলেন, যেখানে শয়তান তাঁর নিজ সৃষ্টিকেই কুমন্ত্রণা দিয়ে পথভ্রষ্ট করে। এর উত্তরের সন্ধান থেকেই 'আল্লাহ কেন শয়তান সৃষ্টি করলেন?' প্রবন্ধটি। 'সড়কে নিরাপত্তার শ্রেষ্ঠ মূলনীতি এবং "মুক্তির রাস্তা"' প্রবন্ধটি এ বছর (২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ) জুলাই-আগস্ট মাসে সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টিকারী "নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন"[৫] এর প্রেক্ষাপটে লেখা। আমাদের দেশের বিভিন্ন আর্থসামাজিক সমস্যার সমাধান ইসলামের মধ্যে আছে। আধুনিক যুগের সড়কের সমস্যাগুলো দূর করার উপায়ও যে পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের মাঝে আছে, তা এই লেখায় দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। আল কুরআনের উৎসমূল নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারি ও প্রাচ্যবিদদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দিয়ে 'কুরআন কি আসলেই প্রাচীন কবি ইমরুল কায়েসের কবিতা থেকে কপি করে লেখা?' এই প্রবন্ধটি। আল কুরআনকে ভুল প্রমাণের জন্য খ্রিষ্টান মিশনারি আর নাস্তিক মুক্তমনাদের অন্যতম জনপ্রিয় একটি অভিযোগ হচ্ছে : কুরআন নাকি দাবি করে সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যায়। নাস্তিক এক্টিভিস্টদের ফেসবুক গ্রুপ বা পেইজে গেলে এই অভিযোগটি অবশ্যই চোখে পড়বে। এর সাথে তাদের সম্পূরক অভিযোগ—কুরআন নাকি পৃথিবীকে সমতল বলে দাবি করে। প্রাচীন ইসলামী আলেমদের অভিমতের ভিত্তিতে তাদের এই অভিযোগের খণ্ডন করা হয়েছে 'কুরআন কি সূর্য পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যাবার কথা বলে? কুরআন কি পৃথিবীকে সমতল বলে?' এই প্রবন্ধে। 'আল্লাহ কী করে শেষরাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসতে পারেন যেখানে পৃথিবীর সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় শেষরাত থাকে' এই প্রবন্ধটিতেও প্রায় পুরো অংশে প্রাচীন ইমামদের উদ্ধৃতি নিয়ে এসে ইসলামের সমালোচকদের অভিযোগ খণ্ডন করার চেষ্টা করেছি। নিজের বক্তব্য সেভাবে যুক্ত করিনি।

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান ইসলামের মাঝে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র সকল স্থানের জন্য

---

[৪] David Hume in his Dialogues Concerning Natural Religion (1779): "Is [God] willing to prevent evil, but not able? Then is he impotent. Is he able, but not willing? Then is he malevolent. Is he both able and willing? Whence then is evil?" Since well before Hume's time, the problem has been the basis of a positive argument for atheism: If God exists, then he is omnipotent and perfectly good; a perfectly good being would eliminate evil as far as it could; there is no limit to what an omnipotent being can do; therefore, if God exists, there would be no evil in the world; there is evil in the world; therefore, God does not exist.

From: "problem of evil : Definition, Responses, & Facts _ Encyclopædia Britannica"
https://www.britannica.com/topic/problem-of-evil

[৫] "২০১৮-র নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন - উইকিপিডিয়া"
https://bn.wikipedia.org/wiki/২০১৮-এর নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলন

সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান আছে। একটি দেশ যদি কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা শাসিত হয়, তাহলে কেমন হবে সেখানকার মানুষের জীবনযাত্রা? পশ্চিমা মিডিয়া ও ইসলামবিরোধী লেখকদের অভিযোগ, এমন রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রতি শোষণ-নির্যাতনের খড়্গ নেমে আসবে, জিজিয়া দ্বারা তাদের পিষ্ট করা হবে। এ অভিযোগের কি আদৌ কোনো বাস্তবতা আছে? এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'জিজিয়া কি আসলেই শোষণমূলক বিধান?' প্রবন্ধে। গিরগিটি হত্যার কিছু হাদিস দেখে আমার নিজেরও একসময়ে কৌতূহল হতো—এমন একটি নির্দেশ কেন দেওয়া হলো? 'হাদিসে গিরগিটি (ওয়াযাগ) হত্যার বিধান প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে এই বিধানের কারণ ও হিকমত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আহলে বাইতদের[৬] অধিকার খর্ব করে হাদিসশাস্ত্রে জালিয়াতির একটি মিথ্যা অভিযোগ শিয়াদের পক্ষ থেকে তোলা হয়। নাস্তিক-মুক্তমনাদেরও দেখা যায় সুযোগ বুঝে হাদিসশাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে। 'কুরআন ও সুন্নাহ নাকি কুরআন ও আহলে বাইত' প্রবন্ধে একই সাথে শিয়া, আহলে কুরআন ইত্যাদি দলগুলো এবং নাস্তিক-মুক্তমনাদের এমন কিছু অভিযোগের অপনোদন করা হয়েছে। 'কুরআনে কি আসলেই খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে ভুল তথ্য আছে', 'কা'বা ও আল-আকসা নির্মাণের সময়ের ব্যবধান সম্পর্কে হাদিসের তথ্য কতটুকু সঠিক', 'ইহুদিরা কি আসলেই উজাইর (Ezra)-কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে?'—এই প্রবন্ধগুলোতে কুরআন ও হাদিসের সঠিকত্ব নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারিদের উত্থাপিত কিছু অভিযোগের অসারতা দেখানো হয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম-বিশ্বে যুদ্ধপীড়িত পরিস্থিতি ও সংকটময় অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে বাংলাদেশের নাস্তিক-মুক্তমনা সম্প্রদায় নানা সময়ে কটাক্ষ করে। তারা বলে : মুমিনরা যদি সত্য ধর্মের ওপর থাকত, তাহলে তাদের আজ এ দশা কেন? ইহুদি-খ্রিষ্টানরা মিথ্যা ধর্মের অনুসারী হলে তাদের এত সমৃদ্ধ অবস্থা কেন? তাদের এ-জাতীয় বিদ্রূপের বাণ দেখে অনেক সরলমনা মুসলিম হীনম্মন্যতায় ভোগে। এ বিষয়টি লক্ষ করে 'মুসলিমদের দুরবস্থা এবং ইসলামের সত্যতা' প্রবন্ধটি লেখা। ইসলামের উৎসমূলকে প্রশ্নবিদ্ধ করে, ইসলামে যে স্রষ্টার কথা বলা হয় (আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা) স্বয়ং তাঁকে পৌত্তলিক বলে প্রাচ্যবিদ আর ইসলামের শত্রুরা বিভিন্ন রকম তত্ত্ব তৈরি করে রেখেছে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম 'বিখ্যাত' হচ্ছে : চন্দ্রদেবতা তত্ত্ব। ইন্টারনেটে ইসলাম সম্পর্কে সার্চ দিলেও অনেক সময়ে এ-জাতীয় অনেক প্রোপাগান্ডা আর্টিকেল চলে আসে। এই মিথ্যাচারকে খণ্ডন করে লেখা হয়েছে 'আল্লাহ : চন্দ্রদেবতা (Moon god) নাকি সারা জাহানের পালনকর্তা' এই প্রবন্ধটি।

---

[৬] নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর পরিবার

আমি আমার সবটুকু চেষ্টা করেছি, বইটিকে সবদিক থেকে তথ্যসমৃদ্ধ করার। তাই যারা ওহীর জ্ঞানের ওপর আস্থা রাখেন, আশা করি তারা বইটি পড়ে তাদের ঈমানকে আরও দৃঢ় করতে পারবেন। আর যারা কেবল ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর বিশ্বাস রাখেন, তাদের জন্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রমাণাদি যুক্ত করেছি। যেহেতু ইসলাম নিয়ে অধিকাংশ মিথ্যা-অভিযোগ করে খ্রিষ্টান-মিশনারিরা, আর এ দেশের নাস্তিকরা সেগুলো ওহীর মতোই সত্যজ্ঞান করে, তাই কিছু অভিযোগ অপনোদনে বাইবেল ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্যই, একজন মুসলিম হিসাবে আমার কাছে কুরআন এবং সুন্নাহই যথেষ্ট।

বইটি লিখতে বেশ অনেকে জনের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। সকলের নাম তো এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সম্ভব নয়, তবু কয়েক জনের নাম উল্লেখ করি। অনুজপ্রতিম শিহাব আহমেদ তুহিন প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অসাধারণভাবে ভাষা সম্পাদনা করে আমার কাঠখোট্টা লেখাগুলোকে পাঠযোগ্য অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আরেক জনের কথাও না বললেই নয়, তিনি আমার সার্বক্ষণিক উস্তাদ মুফতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান ভাই। বিভিন্ন সময়েই নানা তথ্য ও পরামর্শের দ্বারা তিনি আমাকে সাহায্য করেন, আমার লেখাগুলো যাচাই করে দেন। এই বইয়ের একাধিক প্রবন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ সাহায্য রয়েছে। তিনি শত ব্যস্ততার মাঝেও অনেক সময় নিয়ে বইটি শারঈ নিরীক্ষণ করে দিয়েছেন। এ ছাড়াও 'আল্লাহ কী করে শেষ রাতে পৃথিবীর নিকটতম আসমানে নেমে আসতে পারেন যেখানে পৃথিবীর সর্বত্রই কোনো না কোনো সময় শেষ রাত থাকে?' প্রবন্ধটিকে বিশেষভাবে শারঈ নিরীক্ষন করে দিয়েছেন প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন শায়খ ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া। এই বই লিখতে যাদের থেকে সাহায্য পেয়েছি, তাদের সকলকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিন।

গত বইমেলায় প্রকাশিত *অন্ধকার থেকে আলোতে* বইয়ের 'লেখকের কথা' অংশে ইসলামবিরোধীদের জবাব ও সংশয়ের নিরসন নিয়ে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস **www.response-to-anti-islam.com** ওয়েবসাইটের কথা উল্লেখ করেছিলাম। ইসলামের শত্রুদের জবাব ও খণ্ডনের ব্যাপারে তথ্যভান্ডার এই ওয়েবসাইটের কলেবর এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। সম্প্রতি ওয়েবসাইটের লেখাগুলো নিয়ে একটি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপও তৈরি করা হয়েছে। ওয়েবসাইটটিতে গিয়ে অ্যাপটি ডাউনলোড করা যাবে।

কী অনলাইন, কী অফলাইন—হেন জায়গা নেই যেখানে আজ ইসলামের শত্রুদের বিচরণ নেই। যাদের একমাত্র কাজ কীভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ওদের মতো অন্ধকারে শামিল করানো যায়। চারদিকে গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে আমি নিভু নিভু

এক আলো জ্বালানোর চেষ্টা করেছি, সে আলো সবদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পাঠককুলের। যদি একজন মানুষও এই বইটি পড়ে অন্ধকার থেকে আলোতে ফিরে আসেন, তবে আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। আর আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে যে কেউ বইটি পড়ে ইসলামের সৌন্দর্য অনুধাবন করতে বাধ্য হবেন। অবশ্য, হিদায়াতের মালিক তো কেবল আল্লাহ তা'আলা।

এ বইটিতে যা কিছু ভালো ও কল্যাণকর জিনিস আছে, তা একমাত্র মহান আল্লাহর রহমত ও তাওফিকের কারণে। আর যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি আছে, তা আমার অযোগ্যতা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসার কারণে। আল্লাহ তা'আলার নিকট আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন এ ক্ষুদ্র কর্মকে কবুল করে নেন, এই বইয়ের লেখক, প্রকাশক, পাঠক, শুভাকাঙ্ক্ষী সকলের হেদায়েত ও নাজাতের মাধ্যম করে দেন। সলাত ও সালাম আমাদের নেতা, আল্লাহর খলিল মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সহচরগণের ওপর। প্রথম ও শেষে সর্বদা সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার
১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪০ হিজরী
২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
minar_kuet@hotmail.com
https://www.facebook.com/mdmushfiqur.rahmanminar
www.response-to-anti-islam.com

তিনটি ঘটনা এবং একটি সত্যের সাক্ষ্য

ঘটনা : ১

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন বেশ ধনী মানুষ। ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত বদর যুদ্ধে তিনি মক্কার মুশরিক কুরাঈশ সৈন্যদলের সাথে ছিলেন। মক্কা থেকে রওনা হবার আগে গভীর রাতে খুব গোপনে বেশ কিছু সম্পদ স্ত্রীর কাছে লুকিয়ে রেখে যান। মক্কা থেকে তিনি যখন বদর যুদ্ধে যাত্রা করেন, তখন কাফির কুরাঈশ সৈন্যদের জন্য ব্যয় করার উদ্দেশ্যে বিশ ওকিয়া (স্বর্ণমুদ্রা) সাথে নিয়ে যাত্রা করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো ব্যয় করার আগেই তিনি গ্রেপ্তার হয়ে যান। এ যুদ্ধে পরাজিত মক্কার কুরাঈশদের অনেকেই মুসলিমদের হাতে বন্দী হয়েছিল। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।

যখন মুক্তিপণ দেওয়ার সময় আসে, তখন তিনি রাসুল ﷺ-কে বললেন, "আমি তো মুসলিম ছিলাম!"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "আপনার ইসলাম সম্পর্কে আল্লাহই ভালো জানেন। যদি আপনার কথা সত্য হয় তবে আল্লাহ আপনাকে এর প্রতিফল দেবেন। আমরা তো শুধু প্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ওপর হুকুম দেব। সুতরাং আপনি আপনার নিজের এবং দুই ভাতিজা আকিল ইবন আবি তালিব ও নওফেল ইবন হারিসের মুক্তিপণও পরিশোধ করবেন।"

আব্বাস আবেদন করলেন, "আমার এত টাকা কোত্থেকে [আসবে]?"

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "কেন, আপনার নিকট কি সে সম্পদগুলো নেই, যা

আপনি মক্কা থেকে রওনা হওয়ার সময়ে আপনার স্ত্রী উম্মুল ফযলের নিকট রেখে এসেছেন এবং বলেছিলেন[৭], আমি যদি এ যুদ্ধে মারা যাই, তাহলে এ মাল ফযল, আবদুল্লাহ ও কুছামের সন্তানদের দিয়ো?"

আব্বাস বললেন : "আপনি সে কথা কেমন করে জানলেন! আমি যে রাতের অন্ধকারে একান্ত গোপনে সেগুলো আমার স্ত্রীর কাছে দিয়েছিলাম এবং এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো লোক জানত না!"

রাসুল ﷺ বললেন : "সে ব্যাপারে আমার রব আমাকে বিস্তারিত অবহিত করেছেন।"[৮]

আব্বাস বললেন, আল্লাহর কসম, আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি আল্লাহর রাসুল! কেননা, এই লুকানো সম্পদের কথা আমি আর উম্মুল ফযল ছাড়া আর কেউই জানত না।[৯]

তিনি শাহাদাহ পাঠ করলেন, ইসলামে দাখিল হলেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা 'আনহু।

ঘটনা : ২

খাইবারের দুর্গ বিজয়ের পর এক ইহুদি মহিলা বকরির মাংসে বিষ মিশিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে মেরে ফেলার চেষ্টা করল। একজন সাহাবী মারাও গেলেন।[১০] এর কিছুক্ষণ পরের ঘটনা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন : "এখানে যত ইহুদি আছে আমার কাছে তাদের একত্র কর।"

তাঁর কাছে সকলকে একত্র করা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের উদ্দেশ্যে বললেন : "আমি তোমাদের কাছে একটা ব্যাপারে জানতে চাই, তোমরা কি সে বিষয়ে আমাকে সত্য কথা বলবে?"

---

[৭] এ অংশটুকু *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়াতে* আছে।

[৮] *কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির)*, ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ১ম খণ্ড, সুরা আনফালের ৭০ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ৯২৮-৯২৯

[৯] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫২২

[১০] *জামিউল মাসানিদ* (ইবনুল জাওযি), ৮/৪২৪, হাদিস নং ৭৭৫৮

তারা বলল : "হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম।" [মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপনাম]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তোমাদের পিতা কে?"

তারা বলল : আমাদের পিতা অমুক...।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : তোমরা মিথ্যে বলেছ; বরং তোমাদের পিতা অমুক। [তিনি তাদের সত্যিকার বাবার নাম বলে দিলেন]

তারা বলল : "আপনি সত্য বলেছেন ও সঠিক বলেছেন।"

এরপর তিনি বললেন : "আমি যদি তোমাদের নিকট আর একটি প্রশ্ন করি, তাহলে কি তোমরা সে ক্ষেত্রে আমাকে সত্য কথা বলবে?"

তারা বলল : "হ্যাঁ, হে আবুল কাসিম, যদি আমরা মিথ্যে বলি তবে তো আপনি আমাদের মিথ্যা জেনে ফেলবেন, যেমনিভাবে জেনেছেন আমাদের পিতার ব্যাপারে।"...[১১]

যারা খাবারে বিষ মিশিয়ে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল, তাদের কাছে এভাবে তিনি নিজ নবুয়তের সত্যতার একটা চিহ্ন দেখিয়ে গেলেন। সঠিকভাবে তাদের বাবার নাম বলে দিয়ে আসলেন।[১২] তারাও দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নিল যে, তারা মিথ্যা বলার পরেও রাসুলুল্লাহ ﷺ সঠিকভাবে তাদের বাবার নাম বলে দিয়েছেন। এবং তারা এরপর মিথ্যা বললে সেটাও রাসুলুল্লাহ ﷺ ধরে ফেলবেন।

ঘটনা : ৩

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। মক্কা বিজয় করে মুসলিমগণ নগরে প্রবেশ করার পর যখন রাতের আগমন হলো, তখন রাতভর তাঁরা তাকবির-ধ্বনি ও কালিমার আওয়াজে চারিদিক মুখরিত করে রাখলেন। এভাবে সকাল হয়ে গেল।

তখন আবু সুফিয়ান স্ত্রী হিন্দকে ডেকে বললেন, "দেখো না, এ সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে।"

হিন্দ বলল, "হ্যাঁ, এ আল্লাহর পক্ষ থেকেই।"

---

[১১] *সহীহ বুখারী*, হাদিস নং : ৫৭৭৭

[১২] সঠিকভাবে এতগুলো লোকের বাবা অথবা পূর্বপুরুষের নাম বলে দেওয়া কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। সে যুগে জন্ম নিবন্ধন করা হতো না, কোনো ডাটাবেসও ছিল না।

কুরাঈশদের নেতা আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রী হিন্দ সব সময়েই ইসলামের বিরোধিতা করে আসতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে শত্রুতা পোষণ করে করে তারা এতদিন অনেক কিছুই করে এসেছেন।

এরপর আবু সুফিয়ান খুব সকালে উঠে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাকে দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন : "তুমি হিন্দকে বলেছিলে, "দেখো না, এসব আল্লাহর পক্ষ থেকে হচ্ছে। আর হিন্দ বলেছিল, হ্যাঁ, এ আল্লাহর পক্ষ থেকে।"

তখন আবু সুফিয়ান বলল, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। সেই আল্লাহর কসম, যার নামে কসম খাওয়া হয়, আমার এ কথা হিন্দ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি শোনেনি!"[১৩]

অনলাইন জগতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অনেক কিছুই ইদানীং লেখা হচ্ছে। নাস্তিক-মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান মিশনারিরা কুরআন, হাদিস, সিরাত এসব সূত্র থেকেই বিভিন্ন ঘটনা বিচ্ছিন্নভাবে উদ্ধৃত করে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ কোনো নবী ছিলেন না; বরং তিনি জোর-জুলুম করে আরব দেশে একটা নতুন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন! (নাউযুবিল্লাহ) তিনি নাকি তাঁর নবুয়তের কোনো নিদর্শন (signs) বা প্রমাণ দেখিয়ে যাননি। (নাউযুবিল্লাহ) তারা এত সিরাত অধ্যয়ন করেন, ওপরের ঘটনাগুলোর একটিও কি তাদের চোখে পড়েনি? গায়েবের জ্ঞান তো কেবল আল্লাহই রাখেন, আর তিনি তাঁর নবীদের নিকট ওহীর দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করেন।[১৪] মুহাম্মাদ ﷺ যদি আল্লাহর নবী না-ই হয়ে থাকতেন, তাহলে তিনি কী করে ওপরের ৩টি ঘটনায় গোপন সংবাদগুলো বলে দিলেন? কোনো 'বিজ্ঞানমনস্ক' চেতনা বা অন্য কোনো চেতনা দিয়ে কি এগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে? যে সূত্রগুলো (হাদিস ও সিরাতগ্রন্থ) ব্যবহার করে ইসলামের শত্রুরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান, সে সূত্রগুলো থেকেই তো এ ঘটনাগুলো নেওয়া। তারা যদি এ ঘটনাগুলো অবিশ্বাস করেন বা অগ্রহণযোগ্য বলেন, তাহলে আমরা তাদের বলব : তাহলে আপনারা কোন মুখে ইসলামকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য হাদিস ও সিরাত থেকে কোট করেন? ওই কাজগুলোও তাহলে বন্ধ করুন। সরাসরি বলে দিন : আমরা কোনো ইতিহাস বিশ্বাস করি না! এত ডাবল স্ট্যান্ডার্ড কেন আপনাদের?

ওপরের ৩টি ঘটনার মতো আরও বহু ঘটনা ছড়িয়ে আছে হাদিস ও

---

[১৩] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া*, ইবন কাসির (র.) (ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৫২২

[১৪] "No one knows the unseen in the absolute sense except Allaah".—islamQa (Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/101968

সিরাতগ্রন্থগুলোতে। সবগুলো একত্র করলে একটি বই হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে।[১৫] ওপরের ঘটনাগুলো একটি মহাসত্যেরই সাক্ষ্য দেয়—মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসুল।

> "এগুলো অদৃশ্যের সংবাদ, যা আমি তোমার [মুহাম্মাদ ﷺ] কাছে ওহী মারফত পৌঁছে দিচ্ছি। ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার জাতি। অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ করো; নিশ্চয়ই শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্যই।"[১৬]

> "তিনি [আল্লাহ] অদৃশ্যের জ্ঞানী, আর তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও কাছে প্রকাশ করেন না। তবে তাঁর মনোনীত রাসুল ছাড়া। আর তিনি তখন তাঁর সামনে ও তার পেছনে প্রহরী নিযুক্ত করেন। যাতে তিনি এটা জানতে পারেন যে, তারা তাদের রবের রিসালাত পৌঁছিয়েছে কি না। আর তাদের কাছে যা রয়েছে, তা তিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি প্রতিটি বস্তু গুনে গুনে হিসাব করে রেখেছেন।"[১৭]

---

[১৫] নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর এরূপ আরও অনেক মুজিজার উল্লেখ পাওয়া যাবে এই বইগুলোতে : *মুজিজাতুর রাসুল*, মুস্তফা মুরাদ এবং *মুজিজাতুর রাসুল*, মাসউদ হুসাইন মুহাম্মাদ

[১৬] *আল কুরআন*, হুদ, ১১ : ৪৯

[১৭] *আল কুরআন*, জিন, ৭২ : ২৬-২৮

নামাজ-রোজারকিআসলেইকোনোপার্থিব উপকারিতা আছে?

প্রায়ই সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন উদ্ভট পোস্টের দেখা মেলে। সালাত পড়ার এক শটি উপকারিতা, সাওম পালন করলে ক্যান্সার থেকে মুক্তি, টাখনুর ওপর কাপড় পরার যে উপকারিতার কথা জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, ইত্যাদি। এসব লেখায় সত্য যে একেবারে থাকে না তা নয়, তবে অনেক সময় কাল্পনিক তথ্যের সাহায্য নিয়ে বেশ হাস্যকর কথা লেখা হয়। যুগটা বিজ্ঞানের বলেই হয়তো যেকোনো পোস্টের চেয়ে এসব পোস্ট অনেক মুসলিমদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আচ্ছা, এর উল্টোটা যদি দেখা যায়? কেউ যদি প্রমাণ করতে পারে, নামায-রোযা নিয়মিত পালন করলে আমাদের শরীরে ক্ষতি হবার আশঙ্কা আছে, তখন আমরা কী করব?

এই তো ক'দিন আগেই দেখলাম এক মুক্তমনা লিখেছে, সলাত বা নামাজের নাকি অনেক শারীরিক অপকারিতা আছে। তাই সলাত আল্লাহর দেওয়া বিধান হতে পারে না!!! সলাতের 'শারীরিক অপকারিতা'(!)-এর ব্যাপারে সে বা তারা যা লেখে, সেগুলো খণ্ডন করা যায়। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধটি তার সেসব যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য নয়; বরং একধরনের ভ্রান্ত মানসিকতাকে খণ্ডন করার জন্য। যে মানসিকতার জন্য এইসব বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী নাস্তিক-মুক্তমনাদের অখাদ্য ধরনের লেখাগুলোও মুসলিমদের মাঝে ফিতনা তৈরি করছে।

ইসলামের বিধানগুলোর বিভিন্ন দুনিয়াবি উপকার আছে সত্য। কিন্তু বিধানগুলো কি আমরা সেই পার্থিব উপকারের জন্য পালন করি?

সলাত, সিয়াম (রোজা) কিংবা আল্লাহর অন্য বিধানগুলোর মধ্যে অজস্র দুনিয়াবি উপকারিতা আছে। যেমন : সলাতের দ্বারা উত্তম শারীরিক ব্যায়াম হয়। সিয়াম পালন করা হলে তা শরীরের অতিরিক্ত মেদ কমানোতে ভূমিকা রাখে। কিন্তু এই বিধানগুলোতে যদি এসব পার্থিব উপকারিতা না থাকত, তাহলে কি আমরা এগুলো পালন করতাম না?

উত্তর হচ্ছে, আমরা তবুও এগুলো পালন করতাম।

আমরা এই বিধানগুলো পালন করি একমাত্র এ জন্য যে, আল্লাহ তা'আলা এগুলো পালনের আদেশ দিয়েছেন। এ ছাড়া এগুলো পালনের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।

বর্তমান যুগে ইসলামের অনেক দাঈ আছেন, যাঁরা আল্লাহর বিধানগুলোর দুনিয়াবি উপকারিতা বর্ণনা করেন। তাঁদের উদ্দেশ্য মহৎ। তাঁরা চান যে এর দ্বারা সাধারণ মানুষ বিধানগুলোর মাহাত্ম্য অনুধাবন করে ও এগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু অজ্ঞতার দরুন অনেক মানুষ এই ব্যাপারে একটি ভুল ধারণা করে বসেন। তারা মনে করেন যে, জাগতিক উপকারিতাগুলোই বুঝি এই হুকুমগুলো দেবার কারণ! এ কারণে কেউ কেউ ধারণা করে বসেন যে, শরীরের অতিরিক্ত মেদভুঁড়ি কমিয়ে সুস্থতা দানের জন্যই বুঝি সিয়ামের বিধান দেওয়া হয়েছে![১৮] এ কারণেই "আমিন না বলে যাবেন না" টাইপের কোনো লাইক-ভিক্ষুক ফেসবুক পেইজ থেকে যখন পোস্ট দেওয়া হয় টাখনুর ওপর প্যান্ট পরলে প্রজনন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়,[১৯] তখন এটাকেই এ নির্দেশের 'উদ্দেশ্য' মনে করে হাজার হাজার লাইক-শেয়ারে ওইসব পোস্ট ভরে যায়। কিংবা দেখা যায় "আল্লাহ অমুক বিধান কেন দিলেন" এ-জাতীয় প্রশ্ন মানসপটে ঘুর ঘুর করে। এই মানসিকতার জন্যই নাস্তিক-মুক্তমনারা যখন সলাত বা ইসলামের অন্য কোনো বিধানের পার্থিব 'অপকারিতা'(?) নিয়ে লেখে, সেগুলো দেখে সরলপ্রাণ ওইসব মুসলিমরা বিভ্রান্ত হয়ে যান। তারা চিন্তা করেন, আল্লাহর কোনো বিধানে কীভাবে জাগতিক বা পার্থিব অপকারিতা থাকতে পারে?

একটা বিষয়ে আমাদের মুসলিমদের বিশ্বাস ঠিক রাখতে হবে যে, কোনো বিধান কুরআন বা সুন্নাহতে আছে কি না সেটাই হচ্ছে একমাত্র দেখার জিনিস। কুরআন বা সুন্নাহতে থাকলে সেটি আল্লাহর বিধান এবং একমাত্র এ জন্যই আমরা এটা পালন করি যে, এই বিধানটি আল্লাহ আমাদের পালনের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা পার্থিক উপকার হোক বা অপকার হোক এটা মু'মিনের দেখার বিষয় নয়। মু'মিনের

---

[১৮] সিয়ামের উদ্দেশ্য তাকওয়া বা পরহেজগারী অর্জন করা। দেখুন : সুরা বাকারাহ, ১৮৩ নং আয়াত

[১৯] ভিত্তিহীন একটি কথা

কাজ হচ্ছে আল্লাহর বিধান জানা এবং তা পালন করা। সকল হুকুমের হিকমাহ খোঁজা দুর্বল ঈমানের বৈশিষ্ট্য। এবং এটি কোনো সঠিক পদ্ধতি নয়।

কেন?

কারণ, ইসলামের বেশ কিছু বিধান আছে যার দ্বারা আপাতদৃষ্টিতে মানুষের দুনিয়াবি 'ক্ষতি' হয়।

অনেকেই হয়তো কথাটা শুনে চমকে উঠতে পারে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত ফরজ ছিল না। তখন তাহাজ্জুদের সলাত ফরজ ছিল এবং এর জন্য রাতের অন্তত এক-চতুর্থাংশ মশগুল থাকা অপরিহার্য ছিল। এ কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ রাতের অধিকাংশ সময়ে সলাতে দণ্ডায়মান থাকতেন। এর ফলে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ব্যথায় তাঁদের পা ফুলে যেত।[২০] কিন্তু তবু তাঁরা আল্লাহর বিধান পালন করতেন। সাহাবীগণ কখনো এই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবার 'স্বাস্থ্যগত উপকার' বা অন্য হিকমাহ খুঁজতেন না; বরং আল্লাহর বিধান পালন করে যেতেন।[২১] দীর্ঘ সময়ে দাঁড়িয়ে থেকে পা ফুলে যাওয়া—জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এটা একটা স্বাস্থ্যগত ক্ষতি।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ আল্লাহর পথে বহু যুদ্ধ করেছেন। এই যুদ্ধগুলোর জন্য সাহাবীগণ (রা.) নিজ অর্থ-সম্পদ ও জীবন ব্যয় করতেন। তাবুকের যুদ্ধে সাহাবী আবু বকর (রা.) তাঁর সমুদয় সম্পদ ব্যয় করেছিলেন, উমার (রা.) তাঁর সম্পদের অর্ধেক ব্যয় করেছিলেন। আর মোট সৈন্যের এক-তৃতীয়াংশের ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন উসমান (রা.)।[২২] এই বিপুল-পরিমাণ অর্থ চলে যাওয়া নিঃসন্দেহে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে 'ক্ষতি'। সাহাবায়ে কিরামের (রা.) অনেকেই আল্লাহর

---

[২০] *মুসলিম*, ৭৪৬; আরও দেখুন : *কুরআনুল কারিম বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির* (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া), ২য় খণ্ড, সুরা মুযযাম্মিলের ২ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ২৭০৮

[২১] পরবর্তী সময়ে বিধানটি মানসুখ বা রহিত করা হয়। দেখুন : *কুরআনুল কারিম বঙ্গানুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির* (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া), ২য় খণ্ড, সুরা মুযযাম্মিলের ২০ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা : ২৭১৪

[২২] ■ *তিরমিযী*, ৩৬৭৫; *আবু দাউদ*, ১৬৭৮; *দারেমী*, ১৬৬০
■ *আসহাবে রাসুলের জীবনকথা* (১ম খণ্ড), মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ; পৃষ্ঠা : ৪২